কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার রামপুর মৌজাস্থ মৎস্য অধিদপ্তরাধীন চিংড়ি প্লট ইজারা, ইজারা নবায়ন, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন নীতিমালা- ২০১৩

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

শ্রাবণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ/ ২৬ আগস্ট ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার রামপুর মৌজাস্থ মৎস্য অধিদপ্তরাধীন চিংড়ি প্লট ইজারা, ইজারা নবায়ন, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন নীতিমালা ২৩১৩

সত্তরের দশকে আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেড়ী বাঁধ নির্মাণ করা হয়। উপকূলীয় মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে সরকারের উদ্যোগ এবং বিগত ১৯৭৯ সালে বিশ্ব ব্যাংকের ইতিবাচক মতামতের প্রেক্ষিতে ১৯৮১ সালে চিংড়ি চাষকে দেশের মৎস্য সম্পদের একটি গুরুত্বপূর্ন ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার রামপুর মৌজায় ব্যক্তি উদ্যোগে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-১/ফর-৭৩/৭৭(১)/৮৬/১, তারিখ ১৭-০২-১৯৭৮ খ্রি. এবং নং-১/১০/৭৮/২৩৪/১(৩), তারিখ ২৬-০৪-১৯৭৮ খ্রি. মূলে মোট ৫০০০ একর জমি মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-১/ফর-১০/৭৮/৯৪১/১(২), তারিখঃ ১৪-০১-১৯৮২ খ্রি. মূলে সিলেট জেলার হাইল হাওড়স্থ মৎস্য অধিদপ্তরাধীন জলাশয়ের বিনিময়ে রামপুর মৌজায় আরও ২০০০ এক জমি মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়। উল্লেখ্য যে, সরকার ১৯৮৫ সালে ৩ নভেম্বর তারিখের ১১৩ নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রথমোক্ত ৫০০০ একর জমি স্থায়ীভাবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়। এতে রামপুর মৌজায় চিংড়ি এস্টেটের আয়তন ৭০২১.৭৬ একরে উন্নীত হয়।

বিগত ১৯৭৮ সালে সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ৫০০০ একর জমি ১০০ এবং ১৫০ একর আয়তনের প্লটে ভাগ করে ৩৯ জন চিংড়ি চাষির নিকট ইজারা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ)-র সহায়তাপুষ্টু ''চিংড়ি চাষ প্রকল্প'' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নত পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উক্ত ৫০০০ একর জমি ১০ (দশ) একর আয়তন বিশিষ্ট ৪৬৮টি প্লট আগ্রহী চিংড়ি চাষি ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে এবং এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-র সহায়তায় '' মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্পের'' মাধ্যমে ২০০০ একর জমি ১১ (এগার) একর আয়তনের প্লটে বিভক্ত করে ১১৯ জন চিংড়ি চাষির নিকট ইজারা প্রদান করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-র সাহায্যপুষ্ট মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় ৪৮ একর আয়তন বিশিষ্ট চিংড়ি প্রদর্শনী খামারের মাধ্যমে চিংড়ি চাষি এবং উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তি প্রদর্শন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ চিংড়ি প্লটের ইজারা মেয়াদ ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ হতে বিভিন্ন তারিখে সমাপ্ত হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তরাধীন কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার রামপুর মৌজাস্থ চিংড়ি প্লটের যেসব ইজারাগ্রহীতা চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ইজারা মেয়াদ নবায়ন করা হবে। এছাড়া তবে যে সকল ইজারাগ্রহীতাগণ চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালনা করেননি সেক্ষেত্রে উন্নত পদ্ধতিতে পরিবেশ বান্ধব চিংড়ি চাষ কার্যক্রম অব্যাহত রাখাসহ দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে সে কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে চিংড়ি প্লট নবায়ন ও ইজারা নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

২.চিংড়ি প্লট নবায়ন ও ইজারা উদ্দেশ্য:

২.১ আধুনিক পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমিষের চাহিদা পূরণ, স্থানীয় চিংড়ি চাষি ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও রপ্তানি বৃদ্ধি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশকে স্বনির্ভর করা।

২.২ পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্য ভূমির সদ্ব্যবহার করে মৎস্য সম্পদের টেকসই উন্নয়ন এবং জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন করা।

২.৩ আর্ন্তজাতিক বাজারে রপ্তানিযোগ্য মাছ ও চিংড়ি মানসম্পর্কিত অবশ্য পালনীয় বিনিদের্শ (Directives) অনুসরণ করে চিংড়ি উৎপাদন করা।

৩. নীতিমালার বিস্তৃতি ও প্লটের আকার:

৩.১ এ নীতিমালা কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাধীন রামপুর মৌজাস্থ মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন ৭০২১.৭৬ একর আয়তনের চিংড়ি এস্টেটে বিদ্যমান চিংড়ি প্লট নবায়ন ও ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৩.২ চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বিদ্যমান ১০ ও ১১ একর প্লটসমূহের আকার অপরিবর্তিত থাকবে। তবে সরকার প্রয়োজনবোধে চিংড়ি প্লটের আকার পরিবর্তন করতে পারবে।

৪. চিংড়ি প্লট নবায়ন ও ইজারা প্রাপ্তির উপযুক্ততা:

৪.১ চিংড়ি প্লট নবায়ন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

রামপুর মৌজাস্থ ১০ ও ১১ একর আয়তনের চিংড়ি প্লটের ইজারাগ্রহীতা যিনি নিজে উক্ত প্লটে চিংড়ি চাস করেছেন, প্লট কখনো লাগিয়াত বা বর্গা প্রদান করেননি, নির্দিষ্ট সময়ে ইজারা মূল্য ও অবকাঠামো নির্মাণ ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরিশোধ করেছেন এমন চিংড়ি চাষির আবেদনের প্রেক্ষিতে প্লটের ইজারা মেয়াদ নবায়ন করা হবে।

৪.২ চিংড়ি প্লট ইজারা নবায়ন/প্রাপ্তির অযোগ্যতা:

চিংড়ি প্লট নবায়ন/ইজারা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৪.১.১ প্রকৃত চিংড়ি চাষি; বা

৪.১.২ মৎস্য বিজ্ঞানে ডিপ্লোমাধারী, গ্রাজুয়েট বা প্রশিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব-মহিলা; বা

৪.১.৩ চিংড়ি চাষে জড়িত মুক্তিযোদ্ধা প্লট ইজারা প্রাপ্তির অগ্রাধিকার পাবেন।

৫. চিংড়ি প্লট ইজারা নবায়ন/প্রাপ্তি অযোগ্যতা :

চিংড়ি প্লট নবায়ন/ইজারা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন :

৫.১ চিংড়ি প্লট ইজারা নিয়ে যথাযথভাবে চিংড়ি চাষ না করা, চিংড়ি প্ল বর্গা/লাগিয়াত দেয়া, ইজারা মুল্য পরিশোধ না করা বা ইজারা শর্ত বরখেলাপ করার কারণে যে সকল ইজারাগ্রহীতার প্লটের ইজারা ইতোপূর্বে বাতিল হয়েছে এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং চিংড়ি প্লটসংক্রান্ত জৌজদারী মামলায় দন্ডপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এ নীতিমালার আওতায় চিংড়ি প্লট নবায়ন/ইজারা প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হবেন না।

৫.২ ইজারা জন্য আবেদনকারী ইতোপূর্বে মৎস্য অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, ভূমি মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড কিংবা অন্য কোন সরকারী সংস্থা হতে চিংড়ি চাষের প্ল ইজারা/বরাদ্দ পেয়ে থাকলে তাঁর নতুন আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে না। নতুন আদনকারীকে মৎস্য অধিদপ্তর অথবা সরকারি অন্য কোন সংস্থা হতে তিনি কোন চিংড়ি প্লট ইজারা/বরাদ্দ পাননি মর্মে প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিকুএর নিকট হতে হলফনামা গ্রহণপূর্বক তা আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।

৫.৩ মিথ্যা/ভূল তথ্য প্রদানকারী যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান চিংড়ি প্লট নবায়ন/ইজারা প্রাপ্তির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৬. চিংড়ি প্লট নবায়ন/ইজারা প্রদানের প্রক্রিয়া:

(ক) চিংড়ি প্লটের ইজারা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারিত ২টি জাতীয় বাংলা দৈনিকে এবং মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হবে। মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দপ্তর ঢাকা, জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, চট্রগ্রাম/কক্সবাজার, আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তা, কক্সবাজার এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক, কক্সবাজারুএর কার্যালয় হতে অফেরযোগ্য ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকার বিনিময়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা দেয়া যাবে।

(খ) আবেদনপত্রের সাথে প্রত্যয়নপত্র ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করতে হবে। অসম্পূর্ণ ও ভুল সম্বলিত আবেদনপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৬.১ চিংড়ি প্লট নবায়ন প্রদানের প্রক্রিয়া:

৬.১.১ ইজারাগ্রহীতা অথবা তাঁর আইনানুগ উত্তরসূরী (নযিনি) বা মনোনীত বা স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি নির্দিষ্ট ছকপত্রে (পরিশিষ্ট ‘ক’) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বরাবর আবেদন করলে তার সঠিকতা যাচাই পূর্বক ইজারা মেয়াদ নবায়ন করা হবে।

৬.১.২ ইজারামূল্য পরিশোধকারী চিংড়ি প্লট নবায়ন প্রার্থীর নিকট হতে চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জ্ঞাপনপত্র প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে উক্ত প্রার্থীর সাথে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর চিংড়ি প্লট নবায়ন চুক্তিনামা (পরিশিষ্ট 'খ') সম্পাদন করবেন।

৬.১.৩ প্লট নবায়নপ্রার্থী ইজারামূল্য পরিশোধ এবং পরবর্তী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে চুক্তিনামা নবায়ন সম্পাদনে ব্যর্থ হলে উক্ত প্রার্থীর আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৬.২ চিংড়ি প্লট ইজারা প্রদানে প্রক্রিয়া (নতুন ইজারার ক্ষেত্রে):

৬.২.১ ব্যক্তি আবেদনকারী একটি মাত্র চিংড়ি প্লটের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এক পরিবার থেকে একজন সদস্য চিংড়ি প্লট পাওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন।

৬.২.২ নিম্নবর্ণিত চিংড়ি প্লট ইজারাপ্রার্থী বাছাই কমিটি প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করে স্থিরকৃত উপযুক্ততার শর্তাবলী পূরণকারী আবেদনকারীগণের একটি তালিকা প্রণয়ন করবে।

চিংড়ি প্ল ইজারাপ্রার্থী বাছাই কমিটি:

উপ-পরিচালক (চিংড়ি), মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা	-	সভাপতি
উপ-প্রধান (চিংড়ি), মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা	-	সদস্য
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কক্সবাজার	-	সদস্য
সহকারী পরিচালক (লিগ্যাল), মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাক	-	সদস্য
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চকরিয়া	-	সদস্য
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, মৎস্য চাষ প্রকল্প (এডিবি), কক্সবাজার	-	সদস্য
আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তা, চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ, কক্সবাজার	-	সদস্য

কমিটির কার্যপরিধি:

ক) কমিটি প্রাপ্ত আবেদনপত্র সরকারি নীতিমালা ও স্থিরকৃত শর্তাবলী প্রতিপালনপূর্বক পূরণ করা হয়েছে কী-না যাচাই-বাছাই করবে।

খ) যাচাই-বাছাইপূর্বক যোগ্য আবেদনকারীদের একটি তালিকা প্রণয়ন করে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ইজারাপ্রার্থী নির্বাচন কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে।

৬.২.৩ নিম্নবর্ণিত চিংড়ি প্লট ইজারাপ্রার্থী নির্বাচন কমিটি তালিকাভুক্ত আবেদনকারীগণের প্রমাণপত্রাদি যাচাইপূর্বক চিংড়ি প্লট ইজারাপ্রার্থীর চুড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করবে।

চিংড়ি প্লট ইজারাপ্রার্থী নির্বাচন কমিটি:

যুগ্ম-সচিব (মৎস্য), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
পিএসও (মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ), মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা	-	সদস্য
উপ-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, চট্রগ্রাম বিভাগ	-	সদস্য
উপ-পরিচালক (মৎস্য চাষ), মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা	-	সদস্য
উপ-পরিচালক (চিংড়ি), মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা	-	সদস্য
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (চিংড়ি), মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা	-	সদস্য
জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার-এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তা, চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ, কক্সবাজার	-	সদস্য
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চকরিয়া, কক্সবাজার	-	সদস্য
বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন এর প্রতিনধি (মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত	-	সদস্য
চিংড়ি চাষি সমিতির প্রতিনিধি (মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত	-	সদস্য

পরিচালক (অভ্যন্তরীণ) মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা - সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

ক) কমিটি তালিকাভুক্ত আবেদনকারীগণের দাখিলকৃত প্রমাণপত্রাদি নীতিমালার শর্তাবলী পরিপালনের ভিত্তিতে পর্যালোচনাপূর্বক ১৫ (পনের) দিনের চিংড়ি প্লট ইজারাপ্রার্থীর অগ্রাধিকারভিত্তিক চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন ও সুপারিশ সহকারে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য পেশ করবে।

খ) কমিটি প্রয়োজনে সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করতে পারবে।

৬.২.৪ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় চিংড়ি প্লট ইজারাপ্রার্থীর তালিকা অনুমোদন করবে। চিংড়ি প্ল ইজারাপ্রার্থীর অনুমোদিত তালিকা বহুল প্রচারিত ২টি জাতীয় দৈনিক এবং মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হবে।

৬.২.৫ চিংড়ি প্লট ইজারাপ্রার্থীর অনুমোদিত তালিকা প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নির্বাচিত ইজারাপ্রার্থীর চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে প্রথম বছরের ইজারা মূল্য ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে নির্দিষ্ট থাকে জমা দিয়ে চুক্তি সম্পাদনের জন্য মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ জ্ঞাপন করতে হবে।

৬.২.৬ ইজারামূল্য পরিশোধকারী চিংড়ি প্লট ইজারাপ্রার্থীর নিকট হতে চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জ্ঞাপন পত্র প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে উক্ত ইজারাপ্রার্থীর সাথে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর চিংড়ি ইজারা চুক্তিনামা সম্পাদন করবেন।

৬.২.৭ নির্বাচিত কোন ইজারাপ্রার্থী অনুমোদিত তালিকা প্রকাশে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মূল্য পরিশোধ এবং পরবর্তী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে চুক্তিনামা সম্পাদনে ব্যর্থ হলে উক্ত প্রার্থীর আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৭. ইজারা মেয়াদ ও বার্ষিক ইজারা মূল্য:

৭.১ চিংড়ি প্লট ইজারা বা নবায়নের ক্ষেত্রে মেয়াদকাল হবে ২০ (বিশ) বছর। বাংলা সনের বৈশাখ হতে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত ইজারা বছর গণনা করা হবে। চুক্তি সম্পাদনের পর চিংড়ি প্লট যে মাসেই হস্তান্তর সম্পন্ন হোক না কেন ইজারাকাল ঐ বছরের ১ বৈশাক হতে গণনা করা হবে।

৭.২ চুক্তিপত্র যে মাসেই সম্পাদন করা হোক না কেন ইজারাগ্রহীতাকে পুরো ইজারা বছরের মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

৭.৩. প্রতি বছর ৩০ চৈত্র তারিখের মধ্যে পরবর্তী বছরের ইজারা মূল্য পরিশোধ করতে হবে। উক্ত সময়সীমার মধ্যে ইজারামূল্য পরিশোধ করতে অপারগ হলে ইজারামূল্যের উপর ৫% হারে (বিলম্ব মাশুল) সুদ আদায় করতে হবে।

৭.৪ চুক্তিপত্র সম্পাদনের প্রথম বছর হতে পঞ্চম বছর পর্যন্ত বার্ষিক ইজারা মূল্য হবে একর প্রতি ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা। পরবর্তী প্রতি ৫ (পাঁচ) বছর পর পর ইজারা মূল্য ২% হারে বৃদ্ধি পাবে।

৭.৫ প্লট ইজারাগ্রহীতাগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে অভিকর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

৮. ইজারা চুক্তি সম্পাদন :

৮.১ চিংড়ি প্লট ইজারাপ্রাপ্তির জন্য নির্বাচিত প্রার্থীকে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে ৩০০.০০ (তিনশত) টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করতে হবে।

৮.২ চুক্তিনামা স্বাক্ষরের পূর্বে ইজারাপ্রার্থীকে চিংড়ি প্লটের জন্য নির্ধারিত ১ম বছরের ইজারামূল্য পরিশোধের প্রমাণক হিসেবে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের সত্যায়িত চালান চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জ্ঞাপন পত্রের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হবে।

৮.৩ ইজারাদার চুক্তিপত্রের কোন শর্ত লংঘন করলে ইজারাদাতা ইজারাগ্রহীতাকে ৩০ দিনের মধ্যে লংঘিত শর্ত পূরণের জন্য বা কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ প্রদান করতে পারবেন। ঐ সময়ের মধ্যে ইজারাগ্রহীতা লংঘিত শর্ত পূরণে বা গ্রহণযোগ্য কারণ দর্শাতে ব্যর্থ হলে ইজারাদাতা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন এবং সেক্ষেত্রে তফসিলভুক্ত জমির উপর নির্মিত ঘর, বাঁধ, স্লুইচগেইট ইত্যাদির জন্য ইজারাগ্রহীতা কোন ক্ষতি পূরণ দাবী করতে পারবেন না।

৯. চিংড়ি প্লটের অবকাঠামো উন্নয়ন :

বিগত ২৫ বছর ইজারাকালে বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এলাকার বেড়ী বাঁধ, প্লটের অভ্যন্তরীণ পাড় এবং পানি সঞ্চালন গেইটসহ বিভিন্ন অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুর্গম এলাকা ও বিদ্যুৎ না থাকায় ইক্ত এলাকায় প্রায়শঃ আইনশৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। বিদ্যুতের অভাবে শুকনো মৌসমে সেচ সুবিধা না থাকায় চাষিরা চিংড়ি চাষের বদলে লবণ চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। প্লটে সুষ্ঠুভাবে চিংড়ি চাষ কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ।

* মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে জরিপ করে ক্ষতিগ্রস্ত প্লটের সীমানা চিহ্নিতকরণ;
* ক্ষতিগ্রস্ত বেড়ী বাঁধের সংস্কার ও চিংড়ি প্লটের অভ্যন্তরীণ ক্ষতিগ্রস্ত পাড়ের উন্নয়ন করা;
* বেষ্টনী বাঁধ ও পানি সঞ্চালনের খাল সংস্কার ও উন্নয়ন এবং প্রয়োজনে নতুনভাবে খনন করা;
* ক্ষতিগ্রস্ত পানি সঞ্চালন গেইটের সংস্কার ও উন্নয়ন এবং প্রয়োজনে নতুন পানি সঞ্চালন গেইট নির্মাণ করা;
* চিংড়ি/মাছ উৎপাদনে বিঘ্ন না ঘটিয়ে শুষ্ক মৌসুমে ধান/লবণ/অন্যান্য সাথী ফসল চাষ করা;
* চোয়ার ফাঁড়ি থেকে ৪৮ একর চিংড়ি প্রদর্শনী খামার এলাকা পর্যন্ত রাস্তাভাট ও এপ্রোচ রোড তৈরী করা;
* মাছকাটা খালসহ সকল অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও পুনখনন করা;
* পোল্ডার এলাকার অবৈধ খামার/স্থাপনা উচ্ছেদ করে ম্যানগ্রোভসহ অন্যান্য উপযোগী বনায়ন করা;
* মৎস্য অধিদপ্তরাধীন ৪৮ একর বিশিষ্ট চিংড়ি প্রদর্শনী খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংস্কার ও উন্নয়ন করা;
* প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন;
* ৬নং সাব-পোল্ডার ও ৫ নং পোল্ডারের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত অব্যবহৃত জায়গায় সাধারণ সেবা; (Common Facilities) যথা- সাইক্লোন শেল্টার, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চিংড়ি অবতরণকেন্দ্র গড়ে তোলা

১০. চিংড়ি চাষ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা :

অভ্যন্তরীণ বাজারে মানসম্পন্ন চিংড়ি সরবরাহ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানিযোগ্য মাছ ও চিংড়ির মানসম্পর্কিত অবশ্য পালনীয় বিনির্দেশ পরিপালনের (Compliance) লক্ষ্যে আদর্শ স্বাস্থ্যবিধি ও খাদ্য নিরাপত্তা কার্যকর করার নিমিত্ত উত্তম মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা অনুশীলন (GAP)-এর মাধ্যমে চিংড়ি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

১০.১ সাধারণ ব্যবস্থাপনা:

১০.১.১ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক কোন উন্নয়ন প্রকল্প বা রাজস্ব খাতের অর্থায়ন ৭০২১.৭৬ একর চিংড়ি চাষ এলাকার অবকাঠামো, যথা-প্রধান বেড়ী বাঁধ, পানি সঞ্চালন গেইট এবং প্রধান পানি সঞ্চালন খাল উন্নয়ন বা সংস্কারের ব্যবস্থা করা; অথবা

১০.১.২ প্রকৃত চিংড়ি/মৎস্য চাষ বা ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি)-এর মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন করা; অথবা

১০.১.৩ দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা প্রদান করে ইজারাগ্রহীতার মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন করা।

১০.২ চাষ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা :

১০.২.১ স্থানীয় প্রতিবেশ ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কোন প্রযুক্তি ইজারাপ্রাপ্ত চিংড়ি প্লটে ব্যবহার করা যাবে না।

১০.২.২ ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক ব্যবহার্য প্রযুক্তি উৎপাদন পরিকল্পনা উল্লেখ করতে হবে।

১০.২.৩ চিংড়ি প্লটের মাটি ও পানির গুণাগুণে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে এমন কোন ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য, খাদ্য বা সার প্রয়োগ করা যাবে না।

১০.৩ পানি ব্যবস্থাপনা :

আধুনিক পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ পরিচালনার লক্ষ্যে ইজারাগ্রহীতাকে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১০.৩.১ পানি সঞ্চায়ন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সঞ্চালন গেইটের সুফলভোগী ইজারাগ্রহীতাদের সমন্বয়ে ৭ বা ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে মৎস্য অধিদপ্তর হতে উক্ত কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

১০.৩.২ পানি সঞ্চালনের জন্য পানি প্রবেশ ও নিস্কাশন পথ আলাদা করতে হবে। পানি সঞ্চালন পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধক অথবা জাল পাতা যাবে না।

১০.৩.৩ চিংড়ি প্লটে পানির গভীরতা ন্যূনতম ১ (এক) মিটার রাখার ব্যবস্থা করা-সহ এক প্লটে ব্যবহৃত পানি যাতে অন্য প্লটে প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

১০.৩.৪ চিংড়ি প্লটের অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো, যথা-খাল, ঘের/পুকুর ও বাঁধ তৈরি ও মেরামত এবং পানি সঞ্চালন গেইট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ইজারাগ্রহীতাকে নির্বাহ করতে হবে।

১০.৩.৫ ১০ ও ১১ চিংড়ি এস্টেটের উৎপাদন কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার নিমিত্ত সকল ইজারাগ্রহীতার জন্য সার্বজনীন ও সুসংহত ব্যবস্থা হিসেবে বেষ্টনী বাঁধ, স্লুইচগেইট এবং খালসমূহ ইজারাদাতা কর্তৃক মেরামত ও নির্মাণ করা হবে।

১০.৪ রোগ-বালাই ব্যবস্থাপনা :

১০.৪.১ ইজারাগ্রহীতা Certified Shrimp Seep মজুদের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

১০.৪.২ চিংড়ি চাষে সংক্রমণমুক্ত ও সুস্থ-সবল পোনা সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে Shirmp Seed Certification ব্যবস্থা চালু করা হবে।

১০.৪.৩ কক্সবাজার অঞ্চলে স্থাপিত ভাইরাস শনাক্তকরণ এবং অণুজীব পরীক্ষাগার চাল করা হবে।

১০.৫ পরিবেশ ও সাধারণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা :

চিংড়ি প্লটে সুষ্ঠু পরিবেশ সংরক্ষণে ইজরাগ্রহীতাকে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

১০.৫.১ চিংড়ি প্লট ও তৎসংশ্লিষ্ট এলাকা দূষণমুক্ত রাখতে হবে।

১০.৫.২ চিংড়ি চাষে পরিবেশবান্ধব ও সমন্বিত চাষ প্রযুক্তি ব্যবহার, যথা- চিংড়ি প্লটের পাড়ে শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০.৫.৩ চিংড়ি প্লটে কাঁচা শৌচাগার নির্মাণ বা রাখা যাবে না।

১০.৫.৪ চিংড়ি প্লটে গরু, ছাগল, মহিষ ও অন্যান্য প্রাণির প্রবেশ বন্ধ করতে হবে।

১০.৫.৫ তামাকে চাষের ফলে যাতে চিংড়ি চাষে বিঘ্ন সৃষ্টি ন হয় সেজন্য ইজারাগ্রহীতা, স্থানীয় প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং মৎস্য অধিদপ্তর যৌথভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০.৬ নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা :

১০.৬.১ নিরাত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে চিংড়ি প্লট এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্য
পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে।

১০.৬.১ ইজারাগ্রহীতাদের আর্থিক সহায়তায় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা তহবিল গঠন মাধ্যমে কমিউনিটি পুলিশিং-এর ব্যবস্থা করা হবে।

রামপুর মৌজায় চিংড়ি প্লট এলাকার বেড়ী বাঁধ, প্লটের অভ্যন্তরীণ পাড় এবং পানি সঞ্চালন গেইটসহ বিভিন্ন অবকাঠামোর নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যবস্থাপনায় সহায়তার লক্ষ্যে নিম্নরূপ কমিটি থাকবেঃ

সংশ্লিষ্ট নির্বাচন পরিষদ সংসদ সদস্য	-	প্রধান উপদেষ্টা
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চকরিয়া, কক্সবাজার	-	উপদেষ্টা
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, চকরিয়া, কক্সবাজার	-	সভাপতি
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, চকরিয়া, কক্সবাজার	-	সদস্য
সরকারী কমিশনার (ভূমি), চকরিয়া, কক্সবাজার	-	সদস্য
উপজেলা প্রকৌশলী, চকরিয়া, কক্সবাজার	-	সদস্য
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, চকরিয়া থানা, কক্সবাজার	-	সদস্য
উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা, চকরিয়া, কক্সবাজার	-	সদস্য
সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান, চকরিয়া, কক্সবাজার	-	সদস্য

ইজারা গ্রহীতাদের প্রতিনিধি (২জন) - সদস্য
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চকরিয়া, কক্সবাজার - সদস্য

কমিটি কার্যপরিধি:

ক) ইজারাকৃত প্লটে চিংড়ি চাষ ব্যবস্থাপনায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।
খ) চিংড়ি প্লটে সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্লুইস গেইট ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তা প্রদান।

১১. চিংড়ি চাষে ঋণ গ্রহণ বা তহবিল গঠন:

১১.১ চিংড়ি/মাছ/লবণ চাষের নিমিত্ত যে কোন তফসিলী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করা যাবে।

১১.২ উন্নয়ন প্রকল্প বা রাজস্ব খাতের অর্থায়নে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ইজারাগ্রহীতা চিংড়ি চাষিদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারবে।

১১.৩ প্রদত্ত ঋণের আদায়কৃত অর্থ মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় আবর্তক তহবিল বলে গণ্য হবে এবং তা মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ইজারাগ্রহীতাদের মধ্যে ঋণ হিসেবে পুনঃ প্রদান করা যাবে।

১১.৪ ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে পরিচালন ব্যয় বাবদ প্রদত্ত ঋণের মূলধনের ওপর ৫% সরল হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হবে। আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ ক্ষুদ্র ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ব্যয় করা যাবে।

১২. বার্ষিক আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন :

উপাদন বছর শেষে ঐ বছরের আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে প্রদান করতে হবে।

১৩. সুফলভোগী প্রশিক্ষণ :

১৩.১ উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনা অনুশীলন (GAP)-এর মাধ্যমে চিংড়ি উৎপাদন কৌশলের ওপর মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

১৩.২ চকরিয়া রামপুরস্থ ৪৮ একর চিংড়ি প্রদর্শনী খামার সংস্কার, উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ করে তা প্রশিক্ষণের উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। উক্ত খামাদেরর মাধ্যমে চিংড়ি চাষিদের বাস্তবধর্মী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১৩.৩ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সুফলভোগী চিংড়ি চাষিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

১৩.৪ সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণের জন্য মৎস্য ও চিংড়ি চাষ সংশ্লিষ্ট বেসরকারী সংস্থা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

১৩.৫ সুফলভোগীদের চিংড়ি প্লট প্রদর্শনী খামার হিসেবে প্রদশনের লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা হবে।

১৪. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন :

১৪.১ ইজারাকৃত প্লটে চিংড়ি চাষের অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও বার্ষিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হবে।

১৪.২ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকাল কোন সমস্যা চিহ্নিত হলে তা নিরসনের ব্যবস্থা করা হবে।

১৪.৩ সম্পাদিত সকল কাজের বছরভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করা হবে।

নিম্নবর্ণিত কমিটি উল্লিখিত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয় করবে :

চিংড়ি চাষ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি :

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কক্সবাজার - সভাপতি
পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি - সদস্য
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধি - সদস্য
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, চকরিয়া, কক্সবাজার - সদস্য
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চকরিয়া, কক্সবাজার - সদস্য
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, মৎস্য চাষ প্রকল্প (এডিবি), কক্সবাজার - সদস্য
ইজারা গ্রহীতাদের প্রতিনিধি (২জন) - সদস্য

আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তা, চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ, কক্সবাজার - সদস্য

১৫. পরিবর্তনশীলতা:

সরকার সময় সময় প্রয়োজন অনুসারে এ নীতিমালা বা এর অংশবিশেষে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন এবং সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারবে।

১৬. রহিতকরণ ও কার্যকারিতা :

এ নীতিমালা জারীর তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং উক্ত তারিখ হতে ইতোপূর্বে প্রচলিত এতদসম্পর্কিত মৎস্য অধিদপ্তরাধীন চিংড়ি প্লট ইজারা, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১১ এতদ্বারা রহিত করা হলো। এ নীতিমালা জারীর তারিখ হতে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাধীন রামপুর মৌচাস্থ চিংড়ি প্লটের ইজারা/নবায়ন সংক্রান্ত সব কার্যক্রম এ নীতিমালার অধীনে সম্পাদিত হবে।

চিংড়ি প্লট নবায়ন/বরাদ্দ এর আবেদন ফরম

পরিশিষ্ট 'ক'

সত্যায়িত ছবি

বরাবর

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
মৎস্য ভবন, ঢাকা।

বিষয়ঃ কক্সবাজার জেলা চকরিয়া উপজেলা রামপুর মৌজাস্থ মৎস্য অধিদপ্তরাধীন ১০/১১ একর বিশিষ্ট চিংড়ি প্লট নবায়ন/ইজারা প্রাপ্তির আবেদন।

আমি মৎস্য অধিদপ্তর হতে প্রদত্ত শর্তানুসারে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার রামপুর মৌজাস্থ চিংড়ি প্লট নবায়ন/ইজারা জন্য নিম্নলিখিত তথ্য, কাগজপত্র, দলিলাদিসহ আবেদনপত্র জমা প্রদান করলাম।

১।	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম	:		২।	জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর	:	
৩।	পিতা/স্বামীর নাম	:		৪।	মাতার নাম	:	
৫।	স্থায়ী ঠিকানা	:				:	
(ক)	গ্রাম/মহলা/শহর	:		(খ)	ডাকঘর/কোড	:	
(গ)	থানা/উপজেলা	:		(ঘ)	জেলা	:	
৬।	যোগাযোগের ঠিকানা	:					
(ক)	গ্রাম/মহলা/শহর	:		(খ)	ডাকঘর/কোড	:	
(গ)	থানা/উপজেলা	:		(ঘ)	জেলা	:	
৭।	টেলিফোন/মোবাইল ই/ ই-মেইল	:					
৮।	জাতীয়তা	:					
৯।	পেশা	:					
১০।	নবায়নের ক্ষেত্রে : প্লট নং ………………… আকার ……………… একর						
১১।	ইজারার ক্ষেত্রে : প্লট নং ………………… আকার ……………… একর						
১২।	সংযোজিত কাগজপত্র ও দলিলাদি						
(ক)	নবায়নের ক্ষেত্রে হালনাগার ইজারা মূল্য পরিশোধের প্রত্যয়ন পত্র						
(খ)	নবায়নের জন্য ১০/১১ একর বিশিষ্ট চিংড়ি প্লটের চুক্তিপত্রের সত্যায়িত কপি।						
(গ)	ইজারার জন্য আবেদনকারীর পরিবারের কোন সদস্য/প্রতিষ্ঠানের নামে মৎস্য অধিদপ্তর অথবা সরকারি অন্য কোন সংস্থা হতে চিংড়ি চাষের ইজারা/বরাদ্দ পাননি মর্মে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিক এর নিকট হতে গৃহীত হলফনামা।						
(ঘ)	প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক পাসপোর্ট সাইজের ২ (দুই) কপি সত্যায়িত ছবি।						
(ঙ)	মৎস্য বিজ্ঞানে শিক্ষাগত যোগ্যতা/বিশেষ প্রশিক্ষণ সনদপত্রের সত্যায়িত কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে।						
(চ)	ইতোপূর্বে প্লটের ইজারাগ্রহীতা ইজারার কোন শর্ত বরখেলাপের কারণে প্লটের ইজারা বাতিল হয়নি (যাহার জন্য প্রযোজ্য) মর্মে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র।						
(ছ)	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কাউন্সিলর / প্রথম সরকারি কর্মকর্তার নিকট হতে গৃহীত জাতীয়তা ও চারিত্রিক সনদপত্র।						
(জ)	মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্রের সত্যায়িত কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।						
(ঝ)	প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিতকরণের সত্যায়িত সনদপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।						
(ঞ)	ইজারা প্রাপ্তির আবেদনপত্র ক্রয়ের মূল সনদপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।						
(ট)	প্রতি পৃষ্ঠায় পুর্ণ নামসহ স্বাক্ষরিত সিডিউল (ইজারা নীতিমালা ও চুক্তিপত্রের নমুনা)।						

আমি স্বজ্ঞানে শপথ করে যোষণা করছি যে, দরখাস্তে বর্ণিত সকল তথ্য সঠিক। কোন ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে বলে প্রমাণিত হলে আমার নামে বরাদ্দ/নবায়ন (যদি প্রদান করা হয়) বাতিলসহ আমার বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। আমি আরও ঘোষণা করছি যে, সরকার আমার নামে প্লট নবায়ন/বরাদ্দ করলে চিংড়ি প্লট ইজারা, ইজারা নবায়ন, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৩ এবং চুক্তিনামায় উল্লিখিত সকল শর্তাবলী/মেনে চলতে বাধ্য থাকব।

ক্রমিন নং

দরখাস্ত গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

দরখাস্তকারীর পূর্ণ নামসহ স্বাক্ষর এবং সীল (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)

পরিশিষ্ট ‘খ’

১০ ও ১১ একর চিংড়ি প্লটের ইজারা চুক্তি

ছবি

এই চুক্তিপত্র অদ্য........................... খ্রিস্টাব্দের .... তারিখ/ .... বঙ্গাব্দে......... তারিখ তফসিলে বর্ণিত ১০ ও ১১ একর চিংড়ি প্লটে বেসরকারি পর্যায়ে চিংড়ি/মৎস্য চাষের উদ্দেশ্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (যিনি অতঃপর ইজারাদাতা বলিয়া অভিহিত হইবেন):

প্রথম পক্ষ	ঃ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
		এবং
দ্বিতীয় পক্ষ	ঃ	ইজারাগ্রহীতা
জনাব/বেগম	ঃ	
পিতা/স্বামী	ঃ	
মাতা	ঃ	
জাতীয় পরিচয় পত্র নং	ঃ	
স্থায়ী ঠিকানা	ঃ	
গ্রাম/মহল	ঃ	
ডাকঘর/কোড	ঃ	
থানা/উপজেলা	ঃ	
জেলা	ঃ	
বর্তমান ঠিকানা	ঃ	
গ্রাম/মহল	ঃ	
ডাকঘর/কোড	ঃ	
থানা/উপজেলা	ঃ	
জেলা	ঃ	
টেলিফোন নং মোবাইল/ইমেইল	ঃ	

(যিনি অতঃপর ইজারাগ্রহীতা বলিয়া অভিহিত হইবেন) এর মধ্যে সম্পাদিত হইল।

যেহেতু, ইজারাদাতা কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত চকরিয়া উপজেলার রামপুর মৌজাস্থ চিংড়ি/মৎস্য চাষের জন্য নির্ধারিত (৭০২১.৭৬ একর) জমির আইনানুগ মালিক ও প্রকৃত দখলদার (যে জমির পূর্ণ বর্ণনা এই চুক্তিপত্রের শেষে সংযোজিত তফসিলে দেওয়া আছে এবং যাহা অতঃপর তফসিলভুক্ত জমি বলিয়া অভিহিত): এবং

যেহেতু, ইজারাগ্রহীতা আবেদনক্রমে ইজারাদাতাকে তফসিলভুক্ত জমি পরিবেশবান্ধব ও উন্নত পদ্ধতিতে চিংড়ি/মৎস্য চাষের উদ্দেশ্যে এবং একই উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজের জন্য ইজারা প্রদানের অনুরোধ করিয়াছেন; এবং

যেহেতু, ইজারাদাতা ইজারাগ্রহীতাকে প্রার্থিক তফসিলভুক্ত জমি বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিয়া জমি নবায়ন/ইজারা প্রদানে সম্মত হইয়াছেন,
সেহেতু প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীর অধীনে এই চুক্তিপত্র সম্পাদিত ও স্বাক্ষরিত হইল :

শর্তাবলী

০১। (১) তফসিলভুক্ত জমি ইজারাবাদা ইজারাগ্রহীতাকে .... বঙ্গাব্দে তারিখ .... বঙ্গাব্দ তারিখ পর্যন্ত ২০ (বিশ) বৎসরের জন্য সরকার নির্ধারিত ইজারামূল্য প্রদান সাপেক্ষে ইজারা প্রদান করিলেন। বাংলা সনের ০১ বৈশাখ হইতে ৩০ চৈত্র তারিখ পর্যন্ত সময়কালকে ইজারা বছর গণ্য করা হইবে। চুক্তি সম্পাদনের পর চিংড়ি প্লট যে মাসেই হস্তান্তর করা হউক না কেন ইজারাকাল ঐ বছরের ০১ বৈশাখ হইতে গণনা করা হইবে।

(২) চুক্তি পত্র যে মাসেই স্বাক্ষর/সম্পাদন করা হউক না কেন ইজারাগ্রহীতাকে পূর্ণ বছরের ইজারামুল্য পরিশোধ করতে হইবে।

(৩) প্রতি বছর ৩০ চৈত্র তারিখের পরবর্তী বছরের ইজারামূল্য পরিশোধ করিতে হইবে। উক্ত সময়সীমার মধ্যে ইজারামূল্য পরিশোধ করিতে অপরাগত হইলে ইজারামূল্যের উপর ৫% হারে (বিলম্ব মাশুল) সুদ আদায় করা হইবে।

(৪) ইজারাগ্রহীতা চিংড়ি চাষের জমি নবায়ন তারিখের পূর্ব হইতে ভোগ দখল করিলে চুক্তিনামা সম্পাদনের তারিখের পূর্বদিন পর্যন্ত একর প্রতি সরকার নির্ধারিত হারে ইজারামূল্য ও উহার বকেয়া সুদ (যদি থাকে) ইজারাগ্রহীতা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) চুক্তিপত্র সম্পাদনের প্রথম বছর হইতে পঞ্চম বছর পর্যন্ত বার্ষিক ইজারামূল্য একর প্রতি ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা। পরবর্তী প্রতি ৫ (পাঁচ) বছর পর পর ইজারামূল্য ২% হারে বৃদ্ধি পাইবে।

(৬) মৎস্য অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে ইজারাগ্রহীতা নিজ দায়িত্ব উৎপাদন কাজের স্বার্থে প্লটের প্রয়োজনীয় উন্নয়ন/অবকাঠামো নির্মাণ/তৈরি করিতে পারিবেন।

(৭) নতুন বরাদ্দের ক্ষেত্রে কোন যৌক্তিক কারণে চুক্তিপত্র সম্পাদন/স্বাক্ষর করিতে বিলম্ব হইলেও (যে বছরই চুক্তিপত্র সম্পাদন/স্বাক্ষর করা হউক না কেন) সরকারের রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে (অত্র চুক্তিপত্রে উল্লিখিত মেয়াদের গণনাকাল) পূর্ববর্তী সময়ের সমুদয় ইজারামূল্য ইজারাগ্রহীতাকে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৮) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ইজারাগ্রহীতা অভিকর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

০২। বাংলা সন উল্লেখপূর্বক চালানোর মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক, কক্সবাজার শাখায় কোড নং -১/৪৬৩১/০০০০/১২৫১ খাতে ইজারামূল্য জমা দিতে হইবে। অন্য কোন ব্যাংকে বা শাখায় জমা দিলে উক্ত চালান গ্রহণযোগ্য হইবে না।

০৩। (১) চুক্তি সম্পাদনের সময় ইজারাগ্রহীতা তাঁহার উত্তরাধিকারীর মধ্য হইতে একজনকে **''নমিনি''** করিতে পারিবেন বা বিশেষ আম মোক্তারনামা (পাওয়ার অব এটর্নী) বলে ক্ষমতা দিতে পারিবেন, ইজারাগ্রহীতা চিংড়ি প্লট/খামার পরিচালনায় শারীরিকভাবে অক্ষম হইলে বা তাঁহার মৃত্যু হইলে, চুক্তি মেয়াদের অবশিষ্ট সময় তিনি **(নমিনি)** ইজারাগ্রহীতার পক্ষে প্লট/খামার পরিচালনা করিতে পারিবেন। এই ক্ষেত্রে প্লট/খামার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে **(নমিনিকে)** প্রথম পক্ষ হইতে অনুমোদন নিতে হইবে।

(২) ইজারাগ্রহীতার ওপর বর্তিত এই চুক্তির সকল দায়-দায়িত্ব তাঁহার উত্তরাধীকারী কিংবা মনোনীত **'নমিনি'** এর ওপর বর্তাইবে।

০৪। (১) ইজারাগ্রহীতা তফসিলভুক্ত জমি চিংড়ি/মৎস্য চাস এবং শুষ্ক মৌসুবে ধান/লবণ/অন্যান্য সাথীফলসহ তৎসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজের জন্য ব্যবহার করিতে পারিবেন।

(২) ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক উৎপাদন বছর শেষে ঐ বছরের আ-ব্যয়ের প্রতিবেদন নির্দিষ্ট ছকে ইজারাদাতার বরাবরে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) যে কোন সময়ে ইজারাদাতা কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি চিংড়ি প্লট পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং পরিদর্শনকালে প্রতিনিধির নিকট ইজারাগ্রহীতা উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) চিংড়ি চাষে এমন কোন ক্ষতিকর এন্ডিবায়োটিক ঔষধ বা খাদ্য ব্যবহার করা যাইবে না যাহা চিংড়ি/চিংড়িসহ উৎপাদিত পণ্য মানের ক্ষতি করিতে পারে।

(৫) চিংড়ি চাষের জমির উপর কোন কাঁচা শৌচাগার নির্মাণ করা যাইবে না।

৫। (১) অত্র চুক্তিপত্র বলে ইজারাপ্রাপ্ত (তফসিলভুক্ত জমি) চিংড়ি/মাছ/ধান/লবণ চাষে যেকোন তফসিলী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণের সহায়ক জামানত হিসাবে গণ্য করা যাইবে।

(২) ইজারা প্রাপ্ত জমি কোন অবস্থাতেই অন্য কাহারো নিকট বর্গা/সাব লীজ/বান্ধব রাখা যাইবে না।

৬। (১) ইজারাগ্রহীতা এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছেন যে, তিনি তফসিলভুক্ত জমি ব্যবহার ও দখলে রাখার সময়ে এমন কোন কাজ করিবেন না যাহাতে জমির প্রকৃত/অকাঠামোগত কোন প্রকার ক্ষতি হয় বা মূল্য হ্রাস হয় বা জমির কোন অবক্ষয় হয় অথবা অন্য যেকোন ভাবেই ইজারাদাতার স্বত্ত্ব অধিকার বা স্বার্থে কোন হানি হয়।

(৩) ইজারাগ্রহীতা অথবা তাঁহার নিযুক্ত কর্মচারী বা প্রতিনিধি দ্বারা তফসিলভুক্ত জমির পাশের ইজারাদাতার জমিতে অবস্থিত কোন পুকুর, বাঁধ, ঘর, খাল, পানি সঞ্চালন গেইট, চিংড়ি প্লট অথবা অন্য কোন অবকাঠামোর কোন প্রকার ক্ষতি সাধিত হইলে ইজারাগ্রহীতা অনতিবিলম্বে নিজ খরচে তাহা মেরামত বা পুনঃনির্মাণ করিয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন।

৭। (১) ইজারাগ্রহীতা তফসিলভুক্ত জমির বেষ্টনী বাঁধের বাহিরে প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্ট গাছপালা ও অরণ্য ধ্বংস করিবেন না। কোন পক্ষই বেষ্টনী বাঁধের বাহিরে সংলগ্ন কোন জমি কাহারো নিকট বর্গা/সাবলীজ প্রদান করিবেন না। উভয় পক্ষই পরস্পর সহযোগিতায় এই সকল জায়গায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার সহায়তাকারী গাছপালা রোপনের ব্যবস্থা করিবেন এবং জমির বেষ্টনীর মধ্যে গরু/মহিষ/ছাগল/ভেড়া ইত্যাদি পালন বা চড়ানো বা প্রবেশ করানো যাইবে না।

(২) ইজারাগ্রহীতা বিশ্বস্ততার সহিত ১৯২৭ খ্রি. সালের বন আইন (Act. xvi of 1927) এবং বিদ্যমান সকল মৎস্য/চিংড়ি আইন এর ধারাসমূহ এবং উহার অধীনে প্রদত্ত নিয়মাবলী মানিয়া চলিবেন। অধিকন্তু তিনি এই প্রেক্ষিতে ইজারাদাতা কর্তৃক বা তাঁহার অধীনস্থ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক জারীকৃত নির্বাহী হুকুমসমূহ পালন করিবেন এবং প্রচলিত আইনের আওতায় অপরাধসমূহ প্রতিরোধ করিবেন বা তাঁহার গোচরীভুক্ত হওয়া মাত্র কর্তৃপক্ষের নজরে আনয়ন করিবেন।

০৮। (১) ইজারাগ্রহীতা ইজারাদাতার মনোনীত প্রতিনিধিকে তফসিলভুক্ত জমির উপর নির্মিত ঘর অন্যান্য অবকাঠামো ও কর্মকান্ড পরিদর্শনের অনুমতি প্রদান করিতে এবং তফসিলভুক্ত জমির ব্যাপারে সকল প্রকার বা যে কোন প্রকার তথ্য প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) ইজারাগ্রহীতা তফসিলভুক্ত জমির ব্যাপারে ইজারাদাতা কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত সকল নির্দেশ, আদেশঁ বা উপদেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবেন।

৯। মৎস্য অধিদপ্তর বা সরকার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তফসিলভুক্ত জমির ওপর ইজারাকালীন সময়ে দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী আরোপিত কোনরূপ করা বা উন্নয়ন সারচার্জ বা রেইট ধার্য করিলে ইজারাগ্রহীতা তাহা বহন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১০। ভবিষ্যত কোন সময় যদি এই মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইজারাগ্রহীতা তাঁহার আবেদনপত্রে ভুল তথ্য পরিবেশন করিয়াছিলেন অথবা কোন প্রয়োজনীয় তথ্য ইচ্ছকৃতভাবে গোপন করিয়াছিলেন, তবে ইজারাদাতা এই চুক্তিপত্র বাতিল করিতে পারিবেন এবং সেই ক্ষেত্রে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না। এই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের আদেশ চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১১। ইজারাদাতার চুক্তিপত্রের কোন শর্ত লংঘন করিলে বা শর্ত পূরণে ব্যর্থ হইলে ইজারাগ্রহীতাকে ৩০ দিনের মধ্যে লংঘিত শর্ত পূরণের জন্য বা কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন। ঐ সময়ের মধ্যে ইজারাগ্রহীতা লংঘিত শর্ত পূরণে বা গ্রহণযোগ্য কারণ দার্শাতে ব্যর্থ হইলে ইজারাদাতা চুক্তি বাতিল করিতে পারিবেন এবং সে ক্ষেত্রে তফসিলভুক্ত জমির উপর নির্মিত ঘর, বাঁধ, স্লুইচগেইট ইত্যাদির জন্য জন্য ইজারাগ্রহীতা কোন ক্ষতি পূরণ দাবী করিতে পারিবেন না।

১২। (১) যদি কখনও জনস্বার্থে খাল খনন অথবা বাঁধ ইত্যাদি নির্মানের জন্য ইজারাদাতা কর্তৃক ইজারাগ্রহীতা তফসিলভুক্ত জমির কোন অংশ প্রয়োজন হয় তবে তিনি তাহা দিতে বাধ্য থাকিবেন। কোন অবকাঠামো নির্মাণের ফলে চুক্তি পত্রের উলিস্নখিত জমির পরিমাণের কম বা বেশী হইলে সেই অনুসারে ইজারা মূল্য পুনঃনির্ধারণ করা যাইবে।

(২) বেষ্টণী বাঁধ, স্লুইচগেইট, অভ্যন্তরীণ খাল বা অন্য কোন অবকাঠামো নির্মাণ কালে বা মেরামতের কালে যদি কোন বৎসর চিংড়ি/মাছ চাষ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে স্থগিত থাকে তবে সে ক্ষেত্রে ইজারা মূল্য হারাহারিভাবে রেয়াদ এর ব্যবস্থা ইজারদা ব্যবস্থা ইজারদাতা সরেজমিনের তদমত্মপূর্বক গ্রহণ করিবেন।

১৩। (১) ইজারাগ্রহীতা জোরপূর্বক তফসিলভুক্ত পার্শ্ববর্তী একই প্রকার জমির সহিত সংযুক্ত করিয়া বা একত্র করিয়া চিংড়ি/মৎস চাষ বা সাথী ফসল হিসাবে লবণ উৎপাদনের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে চিংড়ি চাষ ও তৎসংশিস্নষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের জন্য দুই বা ততোধিক ইজারাগ্রহীতার তফসিলভুক্ত জমি একত্রে চাষ করার প্রয়োজন অনুভূত হইলে, সংশিস্নষ্ট সকলের সর্বস্মত প্রসত্মাবে ইজারাদার পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে ব্যবহার করিতে পারিবে।

১৪। এই চুক্তিপত্র দ্বারা প্রাপ্ত ক্ষমতা বা অধিকার এবং প্রচলিত সরকারি বিধি এর প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতিত তফসিলভুক্ত জমি বা উহার অংশ বিশেষের ওপর ইজারাগ্রহীতার অন্য কোনরূপ দাবী গ্রাহ্য হইবে না।

১৫। (১) ইজারাগ্রহীতা অথবা তাঁর আইনানুগ উত্তরসূরী (নমিনি) বা মনোনীত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি মহাপরিচালক, সৎস্য অধিদপ্তর বরাবর আবেদন করিলে তাহার সঠিকতা যাচাই পূর্বক ইজারা মেয়াদ নবায়ন করা হইবে।

(২) মেয়াদ উর্ত্তীর্ণকালে এই চুক্তি নবায়ন করা না হইলে তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং তফসিলভূক্ত জমি ইজারাদাতার পক্ষে খাস হইয়া যাইবে। এই ক্ষেত্রে তফসিলভুক্ত জমিতে ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক নির্মিত ঘর, বাঁধ, পানি সঞ্চালন গেইট বা অন্যান্য অবকাঠামো ইত্যাদি অন্য কোন প্রকার চুক্তি উভয় পেক্ষের মধ্যে না থাকিলে ইজারদাতার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। তবে দেশের প্রচলিত সাধারণ আইন এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৬। (১) ইজারাদাতা ও ইজারাগ্রহীতার মধ্যে সম্পদিত এই চুক্তিপত্রের কোন শর্ত বা শর্তাংশের অর্থ বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতানৈর্ক বা বিরোধ বা অন্য কো প্রকার মতপর্থক্য দেখা দিলে অথবা চক্তিতে উলিস্নখিত স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন, নক্স, মূল্য বিচার, আদেশ ,নির্দেশ, কাজের মান, ব্যবহৃত সামগ্রির মান অথবা অন্য কোন প্রকার বিরোধ বা ভুল বুঝাবুঝি দেখা দিলে তাহা নিস্পত্তির জন্য মহাপরিচালক, সৎস্য অধিদপ্তর , ঢাকা বরাবরে আবেদন করিতে হইবে।

(২) মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তে কোনরূপ মতানৈক্য দেখা দিলে তা সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রানালয়ের নিকট পুন:বিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। সংশিষ্ট বিষয়ে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উভয় পক্ষই তাহা মানিয় লইতে বাধ্য থাকিবেন।

১৭। এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের তারিখ হইতে কার্যকর বিবেচিত হইবে। তবে, নতুন ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুচ্ছেদ - ৭.২ প্রযোজ্য হইবে।

আমার প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ পূর্বে উল্লিখিত তারিখে এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষর/সম্পাদন করিলাম।

জমির তফসিল :
মৌজা : রামপুর, উপজেলা : চকরিয়া, জেলা : কক্সবাজার।

প্লট নং- .... মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নক্শা হিসাবে পরিমাণ ১০ ও ১১ (দশ ও এগার) একর

চৌহদ্দি : উত্তরে দক্ষিণে
পূর্বে পশ্চিমে

নমিনি মনোনয়ন :
আমি আমার মৃত্যু অথবা শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার প্রেক্ষিতে তফসিলভুক্ত জমির ভোগ দখল এবং দায়-দায়িত্ব পালন করিবার জন্য আমার স্বামী/স্ত্রী/পুত্র/কন্যা/ভাই/বোন, জনাব/বেগম .... পিতা .... কে এই চুক্তিপত্রের ৩নং শর্ত অনুযায়ী আমার নমিনি/প্রতিনিধি মনোনয়ন করিলাম।

নিম্নোক্ত স্বাক্ষীদের উপস্থিতিতে চুক্তির শিরোনামে বর্ণিত তারিখে উভয় পক্ষ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিলেন :

স্বাক্ষর : নাম : (বাংলায়)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে
মহাপরিচালক

ইজারাগ্রহীতাঃ দ্বিতীয়পক্ষ।

ইজারাদাতাঃ প্রথম পক্ষ

স্বাক্ষীঃ
১।

২।

৩।

বাঃসঃমুঃ-৩০১৬ কম (বি-১১)২০১৩-১৪৩১৫০০ বই, ২০১৩